162

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...03 NOV 1997... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

শিক্ষা বোর্ডসমূহের অমানবিকতা

বাংলাদেশের শিক্ষা বোর্ডগুলো প্রায়ই SSC ও HSC-তে রেজাল্ট প্রকাশে ভুল করে থাকে। ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী ভাল পরীক্ষা দিয়েও প্রত্যাশিত ফলাফল থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন অনেক সময় ৮২-এর স্থলে ২৮ এবং ৪২-এর স্থলে ২৪ ইত্যাদি ভুল হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে Re-Examination-এর ব্যবস্থা আছে। সে মতে ছাত্র-ছাত্রীরা আবেদনও করে থাকে। যারা Re-Examination-এর জন্য আবেদন করে থাকে তারা মোটামুটি নিশ্চিত থাকে যে তাদের রেজাল্টে ভুল করা হয়েছে। সেই হিসাবে কমপক্ষে ৮০ ভাগ Re-Examination-এর রেজাল্ট ছাত্রদের অনুকূলে আসার কথা। কিন্তু দেখা যায় যে, Re-Examination-এর মাধ্যমে প্রতি ১০ হাজার জনের মধ্য একজন আবেদনকারীও সঠিক বিচার পায় কি-না সন্দেহ আছে। যাদের অভিভাবক প্রভাবশালী এবং উচ্চ মহল থেকে তদবির করা হয় তারাই হয়তো সঠিক বিচার পেয়ে থাকে। বাকী অন্য সবার ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অবহেলা ও দায়িত্বহীনতা ধামাচাপা দেয়ার জন্য পূর্বের ফলাফল সঠিক বলে জানিয়ে দেয়। যার ফলে অনেক মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্র সঠিক ফলাফল থেকে বঞ্চিত হয়ে লেখাপড়া থেকে ছিটকে পরে এবং জীবন সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যা সত্যিই অমানবিক। কুমিল্লা বোর্ডেই তুলনামূলক এ সমস্যা প্রকট। তাই এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীকে তদন্তের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যাতে ভবিষ্যতে আর কোন ছাত্র-ছাত্রীকে এপরিস্থিতির শিকার না হয়। সেই সাথে জাতীয় পত্রিকাগুলো এ ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য অনুরোধ করছি। এ সম্পর্কে আমার পরামর্শ হচ্ছে, যে ছাত্র বা ছাত্রী Re-Examination-এর জন্য আবেদন করবে Re-Examination-এর সময় ঐ ছাত্র-ছাত্রীর এবং তার স্কুল বা কলেজের কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে সরাসরি খাতা পরীক্ষা করার সুযোগ দিতে হবে এবং তখনই ছাত্র-ছাত্রী ফলাফল সম্পর্কে সঠিক বিচার পাবে। তবে বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিজেদের ভুল ধামাচাপা দেবার জন্য নানাভাবে আবেদনকারীর ক্ষতি করতে পারে। যেমন— Re-Examination-এর পূর্বেই খাতার ভেতরে লেখা কেটে রাখা অতিরিক্ত খাতা খুলে ফেলা ইত্যাদি।

তাই এক্ষেত্রেও যথেষ্ট সজাগ থাকতে হবে।

—সাগর, ঢাকা।